শ্রীশ্রী ঝুলন

শ্রী বীরচন্দ্র দেববর্ম্মণ

পৌণমী প্রকাশন

আগরতলা □ ত্রিপুরা

ঝুলন

JHULAN

By Birchandra Deb Barman

প্রকাশক ঃ স্মৃতি পোদ্দার
৬০, হরিগঙ্গা বসাক রোড,
আগরতলা ❑ ত্রিপুরা

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৮ শে বৈশাখ, ১৩০২ ত্রিপুরাব্দ
পুনঃপ্রকাশ ঃ বইমেলা, ১৯৯৭

লেজার টাইপসেটিং ঃ সানরূপ ফটোটাইপ,
আগরতলা।

প্রচ্ছদ ঃ স্বপন নন্দী

মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা

ভূমিকা

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের বনবীথিমন্ডিত এই স্বাধীন দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরার জীবন চর্চার ইতিহাস একটা বিস্ময়কর স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। প্রকৃতির নিভৃত কোলে পর্বত দুহিতা ত্রিপুরার অপরিসর আঙিনায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির একাধিক রোমাঞ্চকর ইতিহাস এখানে রচিত হয়েছে উদার রাজপুরুষদের সক্রিয় উদ্যোগে। মধ্যযুগীয় অন্তর্মুখীনতা যখন অন্যান্য অনগ্রসর জনপদে তিক্ততর দীনতায় জিগীষা ও জিঘাংসার অপরিণামদর্শী রক্তাক্ত সংগ্রামে আত্মধ্বংসের পথে অবিরত এগিয়ে চলেছে, সভ্যতার সেই অস্ফুট অন্ধকার লগ্নেও সুরের ঝর্ণাধারা বিধৌত এই ত্রিপুরা শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলার এক অনবদ্য চারণভূমি হয়ে এখানে বিরাজ করছে। এই সমৃদ্ধ সংস্কৃতির চেতনার গৌরব ভারতবর্ষের খুব কম দেশীয় রাজ্য দাবী করতে পারে।

রাজা সকল দেশেই কিছু না কিছু শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন। কিন্তু কাব্য, সাহিত্য, শিল্প চর্চা ইতিহাসে নিজেদের জীবনকেও উৎসর্গ করেছেন অভীষ্ট সাধনায় একের পর এক রাজপুরুষ, এমনতর গৌরবের ইতিহাস অন্যত্র সত্যিই খুঁজে পাওয়া ভার। ত্রিপুরার ইতিহাসের পাতায় পাতায় অকল্পনীয় প্রভার আলোকে আমরা উদ্ভাসিত দেখি একের পর এক রাজপুরুষের জ্যোতির্ময় যশমন্ডল।

আজকের প্রজন্ম হয়তো ত্রিপুরাকে চেনে বড়জোর সুরসাগর শচীন দেববর্মনের জন্মভূমি হিসেবে কিম্বা রাহুল দেববর্মনের পিতৃভূমি হিসেবে। কিন্তু তাদের কাছে সুরের এ সম্মোহনী মায়াজালের পেছনে যে একটা সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্য রয়েছে তার ঠিকানা কজন জানে ? শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির ইতিহাসের কত স্বর্ণাভ মুহূর্ত ইতিহাসের পাতায় ধুলায় ধূসর হয়ে আমাদের চেতনা ও চৈতন্যের অধোমুখীনতাকে নীরবে ধিক্কার জানায় সে খবর আমরা না রাখলেও বিশ্বের সুদূর প্রান্তের রসপিপাসুরা তা অবশ্যই সযত্নে স্মরণ করেন।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফরাসী দেশের প্রখ্যাত ভারত তথ্যবিদ পন্ডিত [illegible] রুখের অধীনে গবেষণা করতে গিয়ে সুপন্ডিত গবেষক ডঃ সুভদ্র ঝা নেপাল রাজ দরবার থেকে সংগৃহীত বিদ্যাপতি গীতিসংগ্রহের একটি অতি পুরানো পুঁথির মধ্যে আবিষ্কার করেন ত্রিপুরার রাজ পন্ডিত রচিত ব্রজবুলির ভাষায় একটি সুন্দর বৈষ্ণব পদ ঃ-

বৈরুহু কে এক দেষ মরিস অ
রাজপন্ডিত ভাল।
বারি কমলা কমল রসিয়া
ধন্যমাণিক জান ।।

ডঃ সুকুমার সেনেব একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি যে এই অজ্ঞাত নামা মৈথিলী রাজপন্ডিত ত্রিপুরায় এসেছিলেন মিথিলা রাজ্য থেকে মহারাজ ধন্যমাণিক্যের (১৪৬৩-১৫১৫ খ্রীঃ) আমন্ত্রণে। তিনি ছিলেন মৈথিলি ভাষার পদকর্তা ও বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ। ত্রিপুরার প্রজা সাধারণকে নৃত্যগীত শিক্ষা দেওয়াব জন্যে মিথিলা থেকে তাঁরই নেতৃত্বে একদল শিল্পী রাজ্যে এসেছিলেন। ডঃ সেন আবও দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে ত্রিপুরায রাজপন্ডিত রচিত বিদ্যাপতি সংগ্রহের ঐ পদটি বাংলাদেশে ব্রজবুলি পদেব প্রথম অথবা প্রথম কয়েকটিব অন্যতম। ত্রিপুবাব মত ক্ষুদ্র দেশীয রাজ্যে এ ঘটনা কম শ্লাঘার বিষয নয়। ত্রিপুবাব সভ্যতা ও সংস্কৃতিব যথার্থ ইতিহাস আজও লিখিত হযনি। স্বাধীনতাব আগে বৃটিশ ঐতিহাসিকেবা যেসব বিবরণ লিখে গেছেন তাতে মনে হয ত্রিপুরা এক আবণ্যক বাজ্য। এখানে বাজা থেকে প্রজা সকলেই প্রায় অর্দ্ধ নগ্ন আদিম সভ্যতাব প্রতীক। অথচ বাংলা ও বাঙালীব সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে এই ত্রিপুরাব দেশীয বাজাদের যে মহান অবদান বয়েছে, সচেতন মানুষের সভ্যতা চেতনার ইতিহাসে তা চিবকাল অম্লান হয়েই থাকবে। এখানকাব সংস্কৃতিমনা উদাব রাজপুরুষদের সুদুর্লভ প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত জ্যোতির্ময় মুখমন্ডলে আজকে যারা কলঙ্কলেপনে উদ্যোগী হয়েছেন তারা হযতো জানেনও না বৃহত্তব বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান চর্চাব ইতিহাসে এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরার কি অপরিসীম দান রয়ে গেছে।

সাবা বাংলাদেশে যখন আববি ফার্সির দাপাদাপি সেই পঞ্চদশ শতাব্দিতেও পূর্বোত্তর ভাবতে এই দেশীয় বাজ্য ত্রিপুবায় বাংলা তখন বাজভাষার মর্যাদায আসীন। বিগত পাঁচশ বছব ধবে অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গে যখনি যেখানে কোন প্রতিভাধব পন্ডিতের দর্শন মিলেছে — তাঁকে সাদরে বরণ করা হয়েছে ত্রিপুরায়। ত্রিপুরার রাজাদের আর্থিক আনুকূল্যে ও অসীম বদান্যতায় অজস্র দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত কাব্যের বাংলায় অনুবাদ হয়ে বিনামূল্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে বিতরিত হয়েছে এই ত্রিপুরায়। এখানকার বাজাদেব সরাসরি তত্ত্বাবধানে ও নিজস্ব কলমে অসংখ্য মৌলিক কাব্য সৃষ্টি

হয়েছে। সারস্বত বন্দনায় এখানে রাজপুরুষেরা যে উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন গোটা বাংলাদেশে তার একটিও সমতুল্য উদাহরণ আজও খুঁজে পাওয়া ভার।

বেশি দূরে গিয়ে লাভ নেই ছন্দের যাদুকর অন্ধকবি হেমচন্দ্রের কথাই ধরুন — কিম্বা আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন অথবা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কথাই বলন এঁদের অমূল্য জীবনসাধনার পথে দারিদ্র্যের রাহুগ্রাস যেদিন নেমে এসেছিল, বিত্তশালী বাংলার অসংখ্য রাজামহারাজার কোন সক্রিয় বিবেক কি সেদিন এঁদের পরিত্রাণের জন্য এগিয়ে এসেছিল ? সাশ্রুনয়নে তাপিত বিবেকের দাবদাহে নিজের ভাবী পুত্রবধর অলঙ্কারের বিনিময়েও সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন এই অখ্যাত জনপদের এক রাজপুরুষ। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর গোড়াপত্তনের দিন থেকে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল উদার অর্থ সাহায্যের নজির ত্রিপুরা ছাড়া আর কোন দেশীয় রাজ্যের বদান্যতার ইতিহাসে লেখা আছে ? এটা আবেগের নয়, ইতিহাসের প্রতি যথার্থ আনুগত্যের প্রশ্ন। তখন সম্ভবত ১৮১৭ সাল। ত্রিপুরার মহারাজা তখন রামগঙ্গা মাণিক্য। (যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি তখনও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হননি।) হঠাৎ শুনলেন ফেলিক্স কেরী নামে সংস্কৃত, পালি ও বর্মী ভাষার এক সুপণ্ডিত ব্যক্তি ব্রহ্মদেশ থেকে অভিমানে পালিয়ে এসে পূর্ববঙ্গের অরণ্যে কন্দরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার রাজদূত পাঠানো হলো তাঁকে মাসিক তিনশত টাকা সম্মান দক্ষিণার বিনিময়ে রাজসভার পন্ডিতের আসনে বরণ করার প্রস্তাব দিয়ে। ভবঘুরে ফেলিক্স (যিনি ফোর্ট উইলিয়ামখ্যাত উইলিয়াম কেরীর পুত্র) ৫০০ টাকার কম দক্ষিণায় রাজি নন। ত্রিপুরার রাজার এ বদান্য অবাক করেছিল স্বয়ং উইলিয়াম কেরীকে। ১৮১৮ সালের ১০ ই মার্চ তাঁর বন্ধুকে লিখেছেন- -

I expect Felix every hour at calcutta, I am greatly distressed to know what is to be done with him. He writes Jonathon that the Rajah of Tipperah has offered him 300 Rupees a month but that he has refused it and require 500. This is certainly a most thoughtless step, for places of 300 rupees monthly are not to be met with everyday. In England it would be a good fortune".

রবি, নবপর্যায় প্রথম সংখ্যা। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তেও এই ত্রিপুরায় আরেক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছিল। সেটা ১৯৮৩ ইংরাজী। কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ 'ভগ্নহৃদয়' প্রকাশিত

হয়েছে সবেমাত্র কিছুদিন হ'লো। তাঁব কাব্যপ্রতিভা তখনও পাবিবাবিক গন্ডীব বাইবে কোথাও স্বীকৃত নয। দেশেব অধিকাংশ পাঠক তাকে 'বাল্যলীলা' বলে বিদ্রুপ কবতো। তখনই এক অভাবনীয ঘটনা ঘটে গেল কবিব জীবনে। এই ভগ্নহৃদয পড়ে ত্রিপুবাব মহাবাজা বীবচন্দ্র সুদূব জোড়াসাঁকো ঠাকুব বাড়ীতে তাঁব বাজদূত বাধাবমণ ঘোষকে পাঠিযে দিলেন কিশোব কবিকে 'ভবিষ্যতেব শ্রেষ্ঠ কবি'ব সম্মান জ্ঞাপন কবতে। স্বযং ববীন্দ্রনাথ এই ঘটনাকে বিশ্বসাহিত্যেব অভূতপূর্ব ঘটনা বলে বাবংবাব উল্লেখ কবেছেন —"জীবনে যে যশ আমি পাচ্ছি, পৃথিবীব মধ্যে তিনিই (বীবচন্দ্র) তাঁব প্রথম সূচনা কবে দিযেছিলেন তাঁব অভিনন্দনেব দ্বাবা। যিনি উপবেব শিখবে থাকেন, যেমন যা সহজে চোখে পড়েনা তাকেও দেখতে পান, বীবচন্দ্রও সেদিন আমাব মধ্য অস্পষ্টকে স্পষ্ট দেখেছিলেন।"
('ববি' দ্বিতীয বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ)
যে বৈদগ্ধ্য ও দূবদর্শিতা থাকলে সাহিত্যেব কাননে অঙ্কুবোদ্গমেব আগেই কোন অনাগত দিনেব পূর্ণ-বিকশিত পুষ্পেব বর্ণোজ্জ্বল মহিমা অনুধাবন কবা যায, ত্রিপুবাব মহিমময ইতিহাসেব অনবদ্য উত্তবাধিকাব সূত্রে সুপন্ডিত মহাবাজ বীবচন্দ্রেব সেই অবিস্মবণীয প্রতিভা অবশ্যই ছিল। প্রথাগত শিক্ষায তিনি শিক্ষিত ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু উর্দু, বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁব অসাধাবণ পান্ডিত্য ছিল। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীব বসজ্ঞ পন্ডিত ও সুনিপুণ স্রষ্টা। ভাবতীয বাগসঙ্গীতে তাঁব ছিল অকল্পনীয দক্ষতা। এছাড়াও তিনি ছিলেন সুদক্ষ সুবকাব ও বিশ্রুতকীর্তি গাযক ও সঙ্গীতজ্ঞ। ভাবতীয আলোক চিত্র শিল্প ও ললিতকলায বীবচন্দ্র ছিলেন পথিকৃত পুরুষ। তাঁব বিচিত্র সৃষ্টি শুধু এদেশে নয সাত সমুদ্র তেবো নদী পাব হযে ইউবোপ ও আমেবিকাব বোদ্ধা সমাজে বীতিমত আলোড়ন তুলেছিল আব এবই ফলে আমবা দেখতে পাই যে অখ্যাত জনপদেব এক অসামান্য বোদ্ধা বাজাব আকর্ষণে সুদূব ফবাসি দেশ থেকে ছুটে এসেছেন শিল্পী এ্যাপোলোনিযাস কৃতজ্ঞচিত্তে বাজাব সভাসদ পদ অলঙ্কৃত কবতে। যদুভট্ট থেকে শুরু কবে কাঁসেম আলী খাঁ, কোলন্দব বক্স, নিসাব হুসেন, পঞ্চানন মিত্র, মদন মিত্র, চাঁদা বাইজি প্রভৃতি সঙ্গীত জগতেব একাধিক দিক্‌পাল যৎসামান্য সম্মান দক্ষিণাব বিনিমযে বীবচন্দ্রেব বাজসভা অলঙ্কৃত কবেছেন, তাঁব অসাধাবণ বসবোধ ও বৈদগ্ধ্যে আকৃষ্ট হযে।

বীবচন্দ্র জন্ম গ্রহণ কবেন ১৮৩৯ সালে। বাল্যকাল থেকেই কাব্যসাহিত্য ললিতকলাব প্রতি তাঁব ছিল প্রগাঢ় অনুবাগ। তিনি তাঁর ৫৭ বছবেব জীবনে অসংখ্য

সঙ্গীত ও কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর অনেক রচনাই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। 'হোরী',' ঝুলন', 'অকাল কুসুম', 'উচ্ছ্বাস', 'সোহাগ', 'প্রেমমরীচিকা' ইত্যাদি গীতি -কাব্যগ্রন্থ বীরচন্দ্রের অসাধারণ কাব্য ও সঙ্গীত প্রতিভার পরিচায়ক।

চিত্তবৃত্তির দিক থেকে বীরচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। তাঁর হৃদয়ে ছিল প্রগাঢ় প্রেমের দোলা। 'অকাল কুসুম', 'উচ্ছ্বাস', 'সোহাগ', ও 'প্রেমমরীচিকা' কাব্যে আমরা এক অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রেমিক হৃদয়েব সন্ধান পাই। কিন্তু 'ঝুলন' ও 'হোরী' গীতিকাব্য দুটিতে দুঃখদীর্ণ হৃদয়ে আধ্যাত্মিক
সমর্পণে অপূর্ব রূপমাধুরী বর্ণে বর্ণে ফুটে উঠেছে। শব্দের মায়াজাল বিস্তারে ছন্দেব নৃপুর নিক্কনে প্রতিটি চরণ যেন আমাদের সামনে বিমূর্ত হয়ে উঠে। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে তাঁর বৈদগ্ধ্য ও নিজস্ব শৈলী আমাদের একেবারে বিস্ময়াবিষ্ট করে দেয়।

আজ থেকে ১০৬ বছর আগে ১৮৯০ সালে মহারাজা বীরচন্দ্রের নির্দেশনায় তাঁর ঝুলনমঙ্গল গীতিকাব্য মঞ্চস্থ হয়। রাজপ্রাসাদে। কন্ঠ সঙ্গীতে রাজা স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেন। প্রথমে প্রয়াতা মহিষী ভানুমতির স্মরণে একটি বন্দনাগীতি দিয়ে তিনি শুরু করেন। তারপর অপরূপ গৌবচন্দ্রিকা। যার শব্দবন্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যে আজও বিরল।

পুণ্যময় আজু ঋতু সুরভি শুভক্ষনিয়া
পুণ্যময় আজু কলি নিখিল ধনি ধনিয়া।
পুণ্যময় রতি নব প্রেমমণি ক্ষণিকা
পুণ্যময় 'রাহুমুখ কলিত নিশিমনিয়া।
পুণ্যময় কীরতন পতিতজন তরণীয়া
পুণ্যময় হরি হরি ধ্বনি কলুষ হরনিয়া।

শুধু শব্দবন্ধে নয়, চিত্রকল্পেও বীরচন্দ্রের ছিল অসামান্য দক্ষতা। তাঁর ঝুলন মন্ডপের বর্ণনা আমাদের আজও বিমুগ্ধ করে -

শাঙনী চাঁদনী রাতি নিরমল
উজল সকল বন।
নানা ফুল রাজি তাহে বিকশিত
গুঞ্জরে ভ্রমরাগণ
নবতরু ডালে ফুল ভরে ভালে
সুগন্ধে পুরল তাই।

একদিকে বীরচন্দ্রের যেমন ছিল অসীম রসবোধ তেমনি অন্য দিকে সুরস্রষ্টা তাঁর ছিল গভীর ছন্দবোধ। ঝুলনের অসংখ্য পদে শব্দের রস স্নাত ছান্দিক ঝংকার আমরা বারে বারে শুনতে পাই। যেমন —

রিমিঝিমি বরখত মলয় পবন সাথ, যুবক যুবতি চিত মদন মাতায় রে,
ঐছন সময়ে বিহরত নওল কিশোর, যমুনা পুলিনে, কুঞ্জ সুশোভনে,
শোভন হিন্দোল মাঝ রে, নাচত গাওত রঙ্গিনী জোড়,
বিহরই কাননে যুগল কিশোর রে। ঐ ছন নিরুপম ঝুলন বিলাস,
আনন্দে হেরত বীরচন্দ্র দাস।

আবার দেখুন অপূর্ব চিত্রকল্প ঃ

দেখ আজি নটবর ঝুলত রে, সঙ্গে বিধুমুখী প্যারী ঘন ঘন নয়ন ঢুলায়রে
কালিন্দী তীর সুধীর সমীরণ, লহু লহু চাঁদনী হাস,
নাচত মত্ত ময়ূর মধুকর সারী শুক পিককুল পঞ্চম ভাষ।
রাই রতি দামিনী চমকত যোর, সুদর গরজন শ্রবণ রসায়ে
বরষে নব ঘন হরষে রিমি ঝিমি, রিমি ঝিম রাত রতি আয়।

বাংলার প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত সমালোচক ও ত্রিপুরা'র সুযোগ্য সন্তান শ্রী রাজ্যেশ্বর মিত্র (শার্ঙ্গদেব) মহারাজ বীরচন্দ্রকে যথার্থই বাংলার শেষ সার্থক বৈষ্ণব পদকর্তা বলে বর্ণনা করেছেন। (দেশ, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫)। বীরচন্দ্র মূলত ব্রজবুলী ভাষায় তাঁর কাব্য রচনা করলেও মৈথিলী সাহিত্যের দ্বারা প্রভূত ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। ত্রিপুরায় মৈথিলী পন্ডিতদের প্রভাব চলে আসছে প্রায় পাঁচ শত বছর ধরে। বীরচন্দ্রের নিজস্বতা হচ্ছে যদিও তিনি বিদ্যাপতি ও চন্ডিদাসের দ্বারা প্রভাবিত, তবু তার শব্দ বিন্যাস ও চিত্রকল্প রচনায় রীতিমত মুন্সীয়ানা ছিল। তিনি ছিলেন মূলত সুরকার। রাগ সঙ্গীতে তাঁর দখল ছিল অসামান্য। মনোহরসাহী কীর্তনেও যে তিনি যথার্থ পারঙ্গম ছিলেন তার বহু নিদর্শন তাঁর অন্যান্য কাব্যে ছড়িয়ে আছে।

বীরচন্দ্রের কাব্য প্রতিভা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল বলে অনেক বিদগ্ধ সমালোচক মনে করেন। আমরা মনে করি বিষয়টি বিতর্কিত কিন্তু তবুও একথাও স্বীকার করি বীরচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং ১৮৯৪ ও ১৮৯২ সালে তাদের যে সুনিবিড় ও সখ্য সম্বন্ধের ইতিহাস আমরা পাই তাতে, কিশোর-কবি ঐ বিদগ্ধ প্রৌঢ় রাজপুরুষের অভিজ্ঞতাকে অবশ্যই কাজে লাগাতে পারেন।

বীরচন্দ্রের একটি গানের কলি আমরা তুলে ধরছি — পাঠক রবীন্দ্রনাথের রচনায় এর মিল খুঁজে পেলেও পেতে পারেন।

" আজু মন্দ মন্দ বহত পবন,
বিরহীনী জন হৃদয় দোহন
পিয়াকি কারণ ঝুরত নয়ন,
মাহেরী ফাগুন আয়েরী।
ফুটা রহি ফুলমালতী,
গেন্ধী গোলাপ উজ্জার সেঁউতি
ঔর বকুল চম্পক যুঁথি,
অলিয়াগণ গুঞ্জরে
মত্ত ময়ূর নাচত সঘন,
হেরত ররঙ্গ যুবতীগণ
কোয়েলা কোয়েলী মধুকরগণ,
দাস বীরচন্দ্র গায়েরী।"
(হোরি ঃ বসন্ত বাহার)

আজকে আমার কাছে এটা অত্যন্ত আনন্দের যে ত্রিপুরার আধুনিক যুগের প্রবর্তক, যাকে ত্রিপুরার 'বিক্রমাদিত্য' বলে উল্লেখ করা হয় — সেই প্রাতঃস্মরণীয় ইতিহাস পুরুষ মহারাজ বীরচন্দ্রের মৃত্যু শতবার্ষিকীর মহালগ্নে আমার অনুজ প্রতিম বন্ধু ও গল্পকার নিলিপ পোদ্দার সেই মহামহীমের অন্যতম সার্থক ও বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য 'ঝুলন' কাব্য গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। (প্রথম প্রকাশ ১৮৯২ সালে)। ১৮৯৬ সালে কোলকাতার কালিঘাটের মহাশ্মশানে শায়িত হবার পর বিগত ১০০ বছরে এই মহান স্রষ্টার সমাধি পারে কোন কাব্যানুরাগী বা রাজানুরাগী একদিনের তরেও অবনত শ্রদ্ধায় একটি মোমের প্রদীপ ও জ্বেলেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তাঁর মৃত্যুর শতবর্ষ পরে বিস্মৃত উত্তরপুরুষের তরফে পাপস্খালনের যে যথোচিত প্রয়াস নিলিপ নিয়েছেন তা অবশ্যই আমাদের ইতিহাস চেতনাকে সামান্য হলেও দোলা দিয়ে যাবে এই বিশ্বাস আমি সর্বান্তঃ করণে পোষণ করি।

নিকচ চৌধুরী

২৯শে নভেম্বর, ১৯৯৬ ইং
৪/৪১ কুঞ্জবন উপনগরী
আগরতলা, ত্রিপুরা।

শ্রীশ্রী ঝুলন।

গীতি।

ত্রিপুবা ১২৮৮ সনে

শ্রী বীরচন্দ্র দেব বর্ম্মণ কর্ত্তৃক

বিরচিত ।

স্বাধীন - ত্রিপুরা।

নুতন হাবেলী-ললিত যন্ত্রে,
শ্রী ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বাবা মুদ্রিত।

১৩০২ ত্রিপুবাব্দ।

রাজবাড়ী — নুতন হাবেলী,
২৮ শে বৈশাখ, ১৩০২ ত্রিপুরা।

প্রিয়তমা,

স্বর্গীয়া ঁভানুমতী দেবীর

কর - পঙ্কজে—

উপহার।

দেবি,

তুমিত স্বরগ-পুরে — জানিনাকো কত দূরে,
কোন্ অন্তরাল-দেশে করিতেছ বাস,
পশিতে কি পারে সেথা মানবের শোক গাথা,
বিরহের অশ্রুজল, দুখের নিশ্বাস ;
হেথা আমি আছি প'ড়ে হৃদয়ের ভাঙা ঘরে,
গণিতেছি সারা দিন জীবনের বেলা,
যেন রে উপল-দেশে সাথিহীন একা ব'সে,
জানি না ফুরাবে কবে মরতের খেলা ;
তুমিত গিয়াছ চ'লে কত স্মৃতি চিহ্ন ফেলে,
নিরাশ-ভগন-হৃদি-দুয়ারের কাছে,
চুমিয়া সে চিহ্ন গুলি অতীতের ব্যথা ভুলি,
আজিও আহত প্রাণ তাই বেঁচে আছে।

ঝুলন-মঙ্গল-গীত করেছিনু বিরচিত,

তোমার আদেশে প্রিয়ে করিয়ে যতন,

পাতাগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে জীর্ণ হ'য়ে ছিল প'ড়ে,

করিয়াছি আজি তার পুন-সংস্করণ।

দারুণ শোকের ঘায় ছিনু যবে মৃত প্রায়,

একা বসি দিবা নিশি করেছি রোদন,

কাঁদিলেই অনিবার ঘুচিত বুকের ভার,

সে গান দুখীব তরে ছিল বিনোদন ;

রাইকানু-বিলসন, প্রেমলীলা-রসায়ণ,

তব স্মৃতিময় এই কবিতা আমার,

হৃদিসিক্ত আঁখি-নীরে উদ্দেশে তোমার করে,

সঁপিলাম সমাদরে "গীতি-উপহার"।

আজিও তোমার—

শ্রী বীরচন্দ্র দেব বর্ম্মা।

সূচনা

ঝুলন-গীতি মহাজন-পদাবলীর ছায়া লইয়া লিখিত। পদের ভাষা অপ্রচলিত ও দুরূহ, তাহাতে অধিকার জন্মান সুকঠিন ; গানগুলি যে তত সুবিধার হইয়াছে এরূপ আশা করা যায় না, ইহা আমার প্রথম জীবনের স্মৃতি-চিহ্ন মাত্র এবং শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের শান্তি দায়ক বলিয়াই, যে ভাবে লিখিত হইয়াছিল তাহার কোনও অংশ সংশোধন না করিয়া প্রকাশ করিলাম। উপহার পাঠে "শোকসন্তপ্ত-হৃদয়" বলিবার কারণ উপলব্ধি হইবে। ভিন্ন ভিন্ন লীলার আর কতগুলি গান সময় অভাবে অপ্রকাশিত রহিল। ভরসা করি সেই গানসহ নতুন লিখিত কত গান সন্নিবেশিত করিয়া শীঘ্রই মুদ্রাঙ্কন করিতে সক্ষম হইব।

রাজবাড়ী - নতুন হাবেলী
২৯ বৈশাখ ১৩০২ ত্রিপুরা। }

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা
রচয়িতা।

ঝুলন

--o--

বিষযবিষগতানাং ভক্তিপীযূষসিক্তৈ-
স্ত্বমসি বিভব পূর্ণঃস্বৈর্গুণৈবাবতীর্ণঃ ।
কলিকলুষনিহন্তা ত্বাং বিনা নাস্তি কশ্চি-
দধমমকৃত পুণ্যং পাহি মাং গৌবচন্দ্র ॥১

শ্রী শ্রী গৌরচন্দ্র।

--০--

দেখ রে রঙ্গ, গৌরচন্দ্র ঝোলে অপরূপ ভাতিয়া,

অনুপম রূপ নাহিক স্বরূপ.

প্রভাত অরুণ জিনিয়া,

সুরঙ্গ হিন্দোল অতি ঝলমল,

ঝুলায় ভকত মিলিয়া,

সঘন আনন্দে করু জয়ধ্বনি,

যতেক নদীয়া বাসিয়া,

করু নব রসে গৌরকিশোর

কুটিল কটাখ রঙ্গিয়া,

নদিয়া নাগরী হেরি ও মাধুরী

বিবশ মদনে মাতিয়া,

ঝুলতহি পহুঁ আনন্দ হিল্লোলে

কত কোটি কাম জিনিয়া,

পহুঁ গুণগান আনন্দে গাওত,

দীন বীরচন্দ্র দাসিয়া। ২

—•—

মাস শাওণ মন্দ পওন,

ততহি চাঁদনী রাতিয়া,

দলকে দামিনী যৈছে কামিনী

জলদ কোলে ঝাঁপিয়া,

মন্দ পওন চুম্বত ফুল

গন্ধ চহুদিশি ডারিয়া,

গুন্ গুন্ করু মত্ত মধুপ
পিউ পিউ বোলে পাপিয়া,
আমার, গৌরকিশোর করু নব ভাবে
কতহুঁ নবীন ভঙ্গিয়া,
ঝুলতহি পহুঁ কতহুঁ ভাতি
সঙ্গে কতহুঁ সঙ্গিয়া,
হাসনি লহু লহু ভাষণি,
কিয়ে ভাব-রসে মাতিয়া,
হরিনাম রসে ভাসল আজু
নদীয়া ধনি ধনিয়া,
ঝুলন মঙ্গল নদীয়া নাগরী
গাওত সু-স্বর কণ্ঠিয়া,
ভাসত অধম বীরচন্দ্র অহি
রসে নিজ বিছুরিয়া। ৩

— ৩ —

শাঙনী চাঁদিনী রাতি নিরমল,
উজর সকল বন,
নানা ফুল রাজি তাহে বিকসিত,
গুঞ্জরে ভ্রমরাগণ ;
নব তরু ডাল ফুল ভরে ভাল,
সুগন্ধে পূরল তাই ;
নিরখি সে শোভা মুনিমন-লোভা,
মনেতে হইল রাই ;
নিকুঞ্জ কাননে রতন হিন্দোলা
তাহে রতনেতে বাঁধা,
নানা জাতি তরু শোভিয়াছে চারু,

নানা ফুলে তাহা ছাঁদা ;

শোভে চারিদিকে মণি মাণিকের

ঝাঁটনি গাঁথনি কত,

বেড়িয়া তাহাতে নানা জাতি ফুল

শোভিয়াছে নানা মত,

চারিটি পতাকা উপরে উড়িছে,

যেন দিনমণি আভা,

দেব অগোচর অতি রম্যস্থল,

কে পারে বর্ণিতে শোভা ;

মাণিকের খাম্বা করে ঝলমল,

এমতি মণ্ডপ ঘর,

নিরাখয়া করে পরাণ জুড়াবে

বীরচন্দ্র অতঃপর। ৪

শ্লোক।

প্রহসতি গগনং শশি কিরণাধর কাশৈঃ।

প্রহসতি বিপিনং প্রসূন-দশন বিলাসৈঃ ॥

বিলসতি সরসী বিকচ-কুমুদ কুল হাসৈঃ।

বিলসতি যমুনা বিম্বিত-শশধর ভাসৈঃ ॥ ৫

শ্লোক।

প্রবহতি পবনো ললিতকুসুমপরাগৈঃ

প্রচলতি জলদো নভসি সুধাকর রাগৈঃ।

নৃত্যতি শিখিনী প্রাবৃসি ঘনানুরাগে-
বহিরভিধাবতি ললনা ভবনত্যাগেঃ ॥ ৬

অভিসার গীত।

১--অভিসার।

বরিখ যামিনী চললি কামিনী
ছোড়ি নিজ নিজ বাস রে,
পথহি মিলল সবহুঁ নাগরী
চললি নাগর পাশ রে,
ললকে দামিনী চমকি কামিনী
ধরতি ইহ উহ হাত রে,
গুরুয়া কুচভরে চলন মন্থর,
পীন জঘনক ভার রে,
চলত পদ, অতি রণিত মঞ্জীর
করত রুণু ঝুনু নাদ রে,
প্রাণনাথক সাথ মিলন ভেল,
পূরল দুহুঁক আশ রে,
গোরী শ্যাম দুহুঁক করত কুতূহল
গায়ে বীরচন্দ্র দাস রে। ৭

২--অভিসার।

গতি মন্থর-কুঞ্জরবর
গমন করত রাই,
ঘন দুলিছে হার, ঝুলিছে বেণী,
পথে চলিতে সঘনে টলিছে চরণ,

ঐছে চলত বিধুমুখী রাই।
খসি পঙ্কেতে লোটায় নীলিম বসন,
যাইতে বোধযে গতি, কি ছাব বসন,
কেন বাধা দেয আজি নিঠুব এমন,
সখী সনে চলে বিধুমুখী রাই।
শ্যামসোহাগিনী হংসীগমনী সখীসনে ইত্যাদি-
ববষাব নিশি, আঁধিযাব দিশি, বযেছে মেঘেতে
চাঁদেতে মিশি, ননোদী শাশুবী কেহ কোথা নাই,
সখী সনে চলে বিধুমুখী রাই।
ধনী, কহিছে খেলিব বঁধুযাব সনে, দোলায়
ঝুলিব সঘনে, মনেব আনন্দে বীবচন্দ্র ভণে,
দেখিব নযান ভবিয়া তাই। ৮

৩--অভিসাব।

গজগঞ্জন-গামিনী ধনী, বমণীব শিবোমণি,
হেটে চলে সুছাঁদে।
ভাবিল সুগন্ধে নন্দ নন্দন আনন্দদাযিনী।
মুখে মৃদু হাসি মধু বাশি বাশি,
দেখে শশী মসি মাখল বুকে।
(দোলে) মাণমষ হাব মুণিমনোহব
উচকুচ-কাঁচ ঢাকিছে ধনা।
চলন মন্থব কিবা মনোহব,
দুলিছে নিতম্ব কানুমন-চোব।
গজকুম্ভ জিনি নিতম্ব বলনী
ধনি ধনি ধনী নাগব মোহিনী,
(কিবা) চাক উক ঢাকা নীলাম্ববে,

ঢাকা মেঘে সঙ্কোচিত যেন রে চপলা,
(আছে) চন্দ্রহার বেড়ি শ্যামের মন বেড়ি
বীরচন্দ্র কয় শ্যাম-মোহিনী। ৯

৪-- অভিসার।

রসিক সদনে রসবতী ধনী,
রসভরে চলি যায়,
রূপ নেহারিয়া ব্যাকুল হইয়া,
মদন মূরছা পায়।
যুগল কুন্ডল করে ঝল মল,
বেষ্টিত মালতী ফুলে,
কি ছার বিজরী আপনা পাসরি,
ঝলকিছে নভ-মূলে।
ললাটে সিন্দূর তম করে দূর,
নাসায় বেশর দোলে,
উদয়-শিখরে যেন শশধরে,
রবির সহিত মিলে।
নলিন নয়নে অতুল বযানে,
অমিয়া লহরী হাসি,
ও রূপ উপমা ও রূপেই সীমা,
কি ছার পূণিম শশী।
শ্যাম-মনহর উরজ সুন্দর,
বিচিত্র অম্বর তায়,
বক্ষে অনুপাম মুকুতার দাম,
সঘনে দোলায়ে যায়।
সুনীল অম্বর জিনি মেঘবর

কটিতে কিঙ্কিণী সাজে,

চরণ সরোজে শোভে বঙ্করাজে,

রুণু ঝুনু ঝুনু বাজে।

হেরি মকরন্দ ধায় অলিবৃন্দ

না ছাড়ে তিলেক পাশ,

রসলীলা-সার রায়ী অভিসার,

গায় বীরচন্দ্র দাস। ১০

৫--অভিসার।

চললি ব্রজমোহিনী ধনী,

কুঞ্জরবর-গামিনী রে,

কেলি-বিপিনে সাজলি রঙ্গে,

সঙ্গে নব নব রঙ্গিণী রে,

মদন প্রসঙ্গে পুলক অঙ্গে,

নব অনুরাগ প্রেম তরঙ্গে,

চলত সুঢঙ্গে কতহি রঙ্গে,

চঞ্চল মৃগী নয়নী রে।

বদনমন্ডল শারদ চাঁদ,

মনসিজ মনে লাগত ধাঁদ,

নিখিল ভুবন-মোহিনী রে,

কবরী মন্ডিত মালতীর মাল,

নব জলধরে তড়িত-জাল,

থকিত চকিত চৌদিকে হেরত,

চিতে অবিরত ভয় ননোদিনী।

মন্থর চলনে, নিতম্ব দোলনে
মোহন মোহন বাজিছে কিঙ্কিণী রে ;
নীলিম বসন, রতন ভূষণ
মণিময় হার দোলয়ে সঘনে,
(কিবা) ঝুলিছে বেণী যেন রে ফণিণী
শ্যাম নাগরের হৃদয় দংশিনী ;
বামেতে বিশাখা, দখিণে ললিতা,
দুই হাত দিয়া দোহার কাঁধে,
নির্ভর করিয়া পঙ্কিল বাটে
চলিলিহুঁ বিধুবদনী ধনী,
বীরচন্দ্র দাসের এ দসা ফিরিবে,
সেবিতে যাইবে হইয়া সঙ্গিণী ॥১১

শ্লোক ।

শ্রুত্বা দূরে শ্রুতিমধু মধুরমুদারং ।
মুরলীনাদং রমণীহৃদয়বিদারম্ ।
স্মারং স্মারং স্বহৃদয়মদনাবতারং ।
রাধা প্রবিশতিকুঞ্জং নিভৃতাগারম্ ॥ ১২

শ্রীমতীর সহিত সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন--
প্রবহতি যমুনা যদ্বেণুগীতৈ প্রতীপং ।
নিপিহিত শিশুনীড়ান্ পক্ষীনো যত্ত্যজন্তি ॥
ত্যজতি কবলগুচ্ছং যেন যূথো বিমুগ্ধঃ ।
বয়মিতি যদুপেতা নাথ হে কিং বিচিত্রং ॥১৩

মিলন।

--০--

সযতনে আগুবাড়ি প্যারীর হাতে ধরি,
আপন উর'পর রাখি,
নিজকর-পঙ্কজে পদযুগ মুছই,
হেরত অনিমিখ আঁখি।
রসিক শিরোমণি শ্যাম-সুনাগর,
পিরীতি-মূরতি -অধিদেবা,
যাকর বদন দরশি দুখ দূরে গেও,
সোই শ্যাম নিজে করু সেবা।
মেঘ বিন্দু নীরে ভিগুল সব দেহ,
নিজ করে মাজই মুখ,
ফুল বীজনি লেই মৃদু মৃদু বীজই,
পুছত পন্থকি দুখ।
ফুলময় হিন্দোল অতিশয় সুশোভন,
নাগর উঠল তায়ে,
রাইক করে ধরি উঠাই তছু পরি,
সব সখি চৌদিকে গায়ে।
দুহুঁ মন রিঝে ভিজি রস-বাদরে,
আদর কো করু ওর,
বীরচন্দ্র দাস আশ করু হেরইতে
সখী সহ যুগল কিশোর। ১৪

পুষ্পমালা ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের গীত।

শ্রীরাধা পরমারাধ্যা, রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা।

কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ শ্রীগোপীজন বল্লভঃ ।।১৫

জয় রে শ্রীরাধারাণী, বৃষভানু নন্দিনী,
শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়-বাসিনী,
জয় নন্দ-নন্দন, রাধিকা-মনোমোহন
গোপীকুল প্রেম চিন্তামণি ;
কি ধন আছে বা হেন করিব যে অরপণ
দুহুঁপদ পূজিবার তরে,
অবোধিনী বালিকার, সামান্য এ ফুল-হার
নিজগুণে লহ কৃপা ক'রে,
হে রাধিকে ব্রজেশ্বরী, কৃষ্ণপ্রেম অধিশ্বরী,
পুরাহ মনের আকিঞ্চন,
চিরদিন দোহা প্রতি, থাকে যেন দৃঢ়মতি,
বালিকার এই নিবেদন ।।১৬

দেখ রে দেখ সখি, যৈছে নাগর ঐছে
মনোমোহিনী, দেখ রে ইত্যাদি।
দেখ সখি যেন মেঘের কোলে সৌদামিনী রে,
তছু মনোমোহিনী মনমোহন শ্যাম দেখ রে।
রতি নাথ মনোহর বেশ ধরং,
রতি মন্মথ পঞ্চক কাম শরং।
দেখ রে, যৈছে শ্যাম ঐছে প্রিয় সোহাগিনী রে,
দেখ রে, দেখ ইত্যাদি।
মৃদু হাস্য সুধাময় চন্দ্রমুখং,
মধুরাধর সুন্দর পদ্মমুখীং।

কি দিয়া তুলিব দোহে, তুলনা নাই জগতে,

দেখ রে ইত্যাদি।

দন্তে তৃণ ধরি কই, যুগল করুণা বই,

না পূরিবে অধমের আশ,

অধমে কটাক্ষ করি হের শ্যাম ব্রজেশ্বরী,

কহে দীন বীরচন্দ্র দাস। ১৭

ঝুলে দুহুঁজন রতন হিন্দোলমে,

সখি, দেখ দেখ সখি রে-

নীলমণি কাঞ্চন,

দুহুঁজন মুখইন্দু, নিন্দিত ইন্দু,

যৈছে সুন্দর ইন্দীবর,

ঐ হের, সুন্দর আন্দোলিত হিন্দোলমে,

বিপিন বিহার করত নন্দ-নন্দন,

সুবদনী ধনী রমণীমণি সাথমে,

হরষে বিহরত কুঞ্জনমে,

গগনহি মগন সঘন শশী হেরিয়ে

দুহুঁজন রূপ সুছাঁদ — ঐ দেখ,

মেঘে লুকায়েছে রে

বারিদ মধুর গরজি সব ঘেরল,

বিন্দু বিন্দু করু পাত,

কহুঁ বীরচন্দ্র, মলয়ানিলে দুহুঁজনে,

মৃদু মৃদু করতহি বাত। ১৮

দেখহুঁ সজনি, ঝুলত কৈছে বনি বনি,

বহুবিধ কুসুম বিরচিত হিন্দোলে,
দুহুঁ রূপে দুহুঁ মন ভোলে
বেড়ল কাঞ্চন নীল রতন কিয়ে,
কুবলয় চম্পক যোড়ে,

কনক কমলে অলি, মাতি রহল যৈছে,
হিম-কবে শ্যাম-চকোরে,
কি শোভা দোহার রূপেতে,
দেখ সখি, মন মাতায়েছে রে,
ঐ দেখ প্রাণসখি, রাইকানুর যুগল রূপে,
ঐ দেখ, নয়ান ভরি দোহার রূপ-লাবণী,
যেমন শ্যাম তেম্‌নি আমাদের ধনী।
নিতি নব দুহুঁ জন করত বিলাস,
মবম-মন্দিরে হেরু বীরচন্দ্র দাস।১৯

পয়োধারা স্নিগ্ধে সঘন নভসি প্রাবৃষি নিশি।
লতাকুঞ্জে গুঞ্জদ্ভ্রমর পরিকীর্ণে কুসুমিনি ॥
রমেশ স্তাং লীলাং জলদ তড়িদাক্তামনুহরন্‌।
রমায়াং দোলায়াং সহ সুরময়া ক্রীড়তি মুদা ॥ ২০

ঐ দেখ রে, নাগর ঝুলিছে ভালে,
চূড়াটি বামেতে হেলে,
নব মেঘে যৈছে ইন্দ্রধনুকের শোভা রে,"নাগর"
নিন্দি নব মেঘবর, ঐ যে নীল কলেবর,
সঙ্গে ঝোলে রসবতী কানু সোহাগিনী রে,
ভুবন মোহন শ্যাম মোহিলে মোহিলে মন,

তাঁহার মোহিনী প্যারী মোহিলে মোহিলে রে,
তাহাতে বাজয়ে বাঁশী ঢালিছে অমিয়া রাশি,
কেমনে ধৈরয ধরি যাব নিজ ঘরে রে,
আর নাহি ঘরে যাব যৌবন যাঁচিয়া দিব,
পরাণ নিছনি তার পায় রে।

দেখ দেখ আজু কি মোহন রাতি,
চমকয়ে দামিনী মদনক ভাতি।
আজু কি রজনী মনমথ-রঙ্গ,
সফল যৌবন যব সো পুরুখসঙ্গ।
বীরচন্দ্র কহে রূপ শেলের সমান,
নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ। ২১

দেখ রে সখি, অতি সুমধুর রূপ,
নয়ন যুগল করয়ে শীতল,
বড়ই রসের কূপ।
কিবা সে চাহনি ভুবন-ভোলনি,
দোলনি বকুল মালা,
মধুর লোভেতে ভ্রমরা বোলয়ে,
বেড়িয়া তহি রহলা।
দুইটি মোহন নয়ানের বাণ,
দেখিতে হৃদয়ে হানে,
পশিয়া মরমে ঘুচায়ে ধরমে,
পরাণ সহিতে টানে।
মরি প্রাণসই ভুবনে না হয়,
এমন রূপ যে আর,

যে জন দেখল   সে জন ভুলল,
কি তার কুলবিচার।
কমল-চরণে   চাঁদ বিরাজিছে,
মাণিক নূপুর তায়,
বীরচন্দ্র দাস   নিরখিতে আশ,
চঞ্চল হইয়া ধায়।২২

কিবা নীল মেঘ উঠিছে আঃ, মরি
আকাশের মূল আঁধিয়ার করি।
গাঢ় নীলরুচি কাদম্বিনী কোলে,
ঘন ঘন ঐ দামিনী খেলে।
গম্ভীর গরজে নব জলধর,
শিহরিল অঙ্গ মাতিল অন্তর।
ঐ শুন সখি, বোলয়ে দাদুরী,
কিবা মনোহর সময়-মাধুরী।
এ হেন সময়ে যুগল-মিলন,
বীরচন্দ্র দাস কবে পাবে দরশন। ২৩

বরিখ চাঁদনী   আধ মলিনিমা
রস বিহারের নিশি আজিরে।
হইয়া কৌতুকী   ঠমকি মুচকি,
হাসিতেছে যেন বনরাজি রে।
মেঘ সুরসিয়া   ঈষত বর্ষিয়া,
প্রেম বিন্দু বিন্দু যেন ঝরিছে,
ঐছন সময়ে   রসবতী ল'য়ে,
রসিক নাগর ঝুলিছে।

সুবঙ্কিম ঠামে   রসবতী বামে,
ঈষত ঈষত প্রেমে দোলিছে,
মিলি সমসুরে   সখীগণ পূরে,
মধুর মধুর কিবা রসে গাইছে।
দুহুঁ গুণ দুহুঁ   আনন্দে গাওত,
দুহুঁক মুখ দুহুঁ হেরিয়া,
ঐছে হেরি দুহ   সফল করু দেহ,
অধম বীরচন্দ্র দাসিয়া। ২৪

বরষা সময়ে চাঁদনী রাতি,
ঘন আবরণে মলিনা ভাতি।
নব জলধর হরষে বরষে,
মত্ত দাদুব ডাকয়ে হরষে।
তমালের ডালে শিখিকুল নাচে,
রমণী-হৃদয় যাঁচে।
গরজে বারিদ, চমকে চপলা,
থর থর কম্পে নবীনা বালা।
নাগরী সঙ্গে নাগর ঝুলে,
ঈষত ঈষত নূপুর বোলে।
এ হেন সময়ে বীরচন্দ্র দাস,
যুগলমিলন নিরখিতে আশ।২৫

দেখ রে এ সখী, আজু কি ভিনি ভিনি
চাঁদনী রাতি,

চৌদিকে সারীশুক পিককুল গাওত,
পাপীয়া দাদুরীগণ মদন জাগায়তি।
দেখ রে সখি, ইত্যাদি।
ঘন ঘন সৌদামিনী ঝলকত, ললকত
গরজত গম্ভীর নিনাদে রে,
দেখ রে ইত্যাদি।
রিমি ঝিমি বরখত মলয় পবন সাথ,
যুবক যুবতী চিত মদন মাতায় রে,
ঐছন সময়ে বিহরত নওল কিশোর,
যমুনা পুলিনে, কুঞ্জ সুশোভনে,
শোভন হিন্দোল মাঝ রে,
নাচত গাওত রঙ্গিণী যোড়,
বিহরই কাননে যুগল কিশোর রে।
ঐছন নিরুপম ঝুলন বিলাস,
আনন্দে হেরত বীরচন্দ্র দাস।২৬

বিধি রে, কি দিয়া সৃজিলে তার মুখ,
— চাঁদ নিঙাড়িয়া কিবা অমিয়া ছানিয়া রে,
মদনের বাণে গড়েছে, কাহার তুলনা দিব,
নয়নে তা দেখে নাই, কত কোটি কাম ঝুরে
লইয়া বালাই।
মনে এই সাধ করে, রাখিয়া হৃদয় 'পরে,
হেরিয়া মনের সাধে জুড়াইব বুক।
অধম পামর বীরচন্দ্র দাস ভাবে,
নয়ন ভরিয়া কবে দরশন পাবে।

দেখ আজু নটবর ঝুলত রে,
সঙ্গে বিধুমুখী প্যারী ঘন ঘন নয়ন ঢুলায় রে,
কালিন্দী তীর সুধীর সমীরণ,
লহু লহু চাঁদনী হাস,
নাচত মত্ত ময়ূর মধুকর সারী শুক
পিককুল পঞ্চম ভাষ।
রহি রহি দামিনী চমকত থোর,
সুদূর গরজন শ্রবণ রসায়ে,
বরষে নব ঘন হরষে রিমি ঝিমি
রিমি ঝিমি রহি রহি আয়ে।
তারাগণ সঁঞে হেরি সুধাকর
লাজে লুকায় আপন কাঁতি,
দরশে বীরচন্দ্র হরষে বিহরই
যুগল,কলপ সম রাতি । ২৮

দেখ ঝুলত নওল কিশোরী রে,
ললিত মধুর হাস দেখ দেখ রে,
— মোহিলে মনোমোহিনী।
বদন-চাঁদ নিরখিয়ে গগন-চাঁদ লুকায়েছে রে,
মেঘেতে রে- করবী বকুল ফুল,
আকুল অলিকুল, মধু পিবি পিবি উতরোল রে।
হের সখি, কত না মোহিনী জানে রে, প্যারী।
(হের সখি) মোহিলে মোহিলে মন,
শ্যাম-মনোমোহিনী।
সব প্রিয়সখী মেলি রূপ নেহারত
বীরচন্দ্র দাস রহুঁ দূরে রে। ২৯

কুঞ্জে ঝোলে শশধর মুখী রাধিকা শ্যাম সঙ্গে,
হর্ষে খেলে কত কুলবতী সঙ্গিনী রঙ্গ ভঙ্গে।
বাজে বীণা মধুর মুরলী ধীর নাদে মৃদঙ্গে,
প্রেমামোদে বিগত রজনী কাম-কেলি প্রসঙ্গে।
ঝুলিতেছে নটবর প্রেম-রসে ঢর ঢর,
সঙ্গে ঝুলে শ্যাম সোহাগিনী,
(সুধাংশুবদনী)
ঘন ঘন আঁখি ঠারে মোহন মুরলী পূরে,
হেরি সব ব্রজের রমণী।
দারুণ মদন-দাপে অবলা হৃদয় কাঁপে,
শ্যাম রূপ করি দরশন,
ক্রমেতে কবরী খুলি পড়িতেছে বেণী ঝুলি,
ঘন শ্বাস শিথিল বসন।
সব ব্রজ-নারীগণে উন্মত্ত দেখি তখনে,
হাসিতেছে নটবর রায়,
ইহ রস-বিলসন হেরিয়ে জুড়াবে প্রাণ,
দাস বীরচন্দ্র গুণ গায়। ৩০

দেখ রে সখি, উয়ল নব নব মেহা-
চৌদিকে ঝাঁপি রহুঁ ঘন, ঘনগরজত,
বরখত মদন জাগায়ে রে,
পিঁউ পিঁউ নাদে পাপিয়া কুল গাওত,
দাদুরী তাল বাজায়ে রে।
ইহ সুখ কুঞ্জনমে, বিহরই রসবতী
রঙ্গ হিন্দোলমে।
দেখ সখি, কতই মোহিনী জানে,

— নাগর ভুলাইতে ধনী কতনা মোহিনী জানে,
-ইহ সুখ কুঞ্জনমে।
বীরচন্দ্র দাস প্রাণ মন ভরি গাওত,
রাই কানু ঝুলত সুরঙ্গ হিন্দোলে। ৩১

ভুবন মোহন শ্যাম ঝুলত
সঙ্গে রসবতী প্যারী রে,
সব সখীগণ হরষে গায়ত
মধুর ললিত সুতান রে,
কেহুঁ নাচত, কেহুঁ বাজায়ত,
রতন হিঁডোল বেড়িয়া রে,
রসিক নাগর কোরে রসবতী
গাওয়ে সখীগণ সাথ রে।
ঈষত হাসত, মধুর গায়ত,
সঘনে নয়ান ঢুলায় রে,
শ্যামসুন্দর মাতি ঢর ঢর
বদন-ইন্দু ঘন চুম্বই রে,
চালে পদগতি ঝমকে ঝুম্ ঝুম্
মৃদঙ্গ ধানানানা বলে রে,
সবহুঁ সখীগণ হরষে নিমগণ
নাচত আনন্দে মাতিয়া,
ও রস মাধুরী মনহি মন ভরি
গাওত বীরচন্দ্র দাসিয়া। ৩২

আজু বারিদ গরজে গভীর,
সুমন্দ বহতহি মলয় সমীর।
আই শাঙণ চাঁদনী রাতি,
ব্রজ যুবতীগণ রহুঁ মদ মাতি।
পাপিয়া বোলত কদমকি ডারে,
রিঝি রিঝি ঝুলত প্যারী সুপ্যারে।
ঝুলত প্যারীসহ বনোওয়ারী,
চৌদিকে নাচত সব ব্রজনারী।
ঝানানা, ঝানানা, ঝানা বাজে ঘুঁগরাওয়া,
ঝিনী ঝিনী রোল ভোলে ঝিঁগরাওয়া।
আলিরী নিরত করত ঘেরি ঘেরি,
দুহুঁ ঝুলত ফুল-হিন্দোল উপরি।
নব ঘনশ্যাম কাম-মনোহারী,
কাঞ্চন মণি জনি বামে কিশোরী।
বীরচন্দ্র দাস বলিহারি যাও,
ঐছে ঝুলন কব দরশন পাও। ৩৩

নৃত্যতি সব সখীগণ মেলি, গাওত খণে
মধুর মধুর সুতাল বাজায়ে রে,

লোলাপাঙ্গ সকামহাসললিতা নৃত্যন্তি গোপাঙ্গনাঃ।
মধ্যাকম্পতয়া স্খলৎকবরিকা বেণী শ্লথং কম্পতে॥
কাঞ্চী স্থূলনিতম্বয়োশ্চুচুকয়োর্হারশ্চ সন্দোলতি।
পাদক্ষেপণ-লীলয়া রণং শব্দায়তে নূপুরম্॥

নব নব ছন্দে প্রবন্ধে চালত পদ ঝুন ঝুন নূপুর
ঝানানানানানানানা বলে রে।

কান্তানাং মুখপঙ্কজাৎ পরিসৃতং শ্রুত্বাভিপেয়ং মধু।
মন্ত্রং মোহময়ং স্মরস্যকুহঁকৈশ্চেতো বশীকারকম্॥
অস্ত্রং প্রাণবিদারি কামশরবৎ চৈতন্যসংহারিচ।
গীতং সারিগমা পধানি জনিতং নৃত্যানুরূপং ভবেৎ॥

অতি সুমধুরস্বরে গাওত ললনা সারিগামা
পাধানিসা, দিম তানানানানানানানানানা গায়ে রে।

গীতৈর্নৃত্যসমন্বিতৈঃ সুললিতো নাদো মৃদঙ্গোদ্ভবঃ।
সংঘোষন্নববারিদানুকৃতি কৃষ্ণাভীররম্যশ্রুতঃ॥
পীযূষৈরিব পূরিত সুললিতো লীলা-বনং পূরয়ন্।
দৃত্বাত্বা দৃগিতা দৃদিগ্ দৃগি দৃগি দৃত্বা দৃদিগ্ জৃম্ভতে॥

যৈছন নৃত্যগীত ঐছে বাজে মৃদঙ্গ,
তাতা দৃমিকৃটী কৃতি থৈ থৈ থৈ দৃগী দৃগী,
ঘেটিস্তা দৃগি তানা বাজে রে।
শ্রমভরে গলিত ললিত দেহ, সব যুবতীগণ
আধ বসন খসি পরতহি রে।
নিভৃত নিকুঞ্জ গৃহে নব ঝুলন, বীরচন্দ্র দাস
রস গায়তহি রে। ৩৪

- - - -

সখীগণ মেলি চৌদিকে গাওত
মাঝহি রতন হিঁদোরা,
তহি পর ঝুলত প্যারীশ্যাম মাঝহি মাঝ
কোই কোই সহচরী দেই ঝকোরা।

বাজত মৃদঙ্গ মঞ্জীর বীণা তাকৃতিকৃতিকৃতি
দৃমিদৃমি কৃতি থৈ থৈ থৈ তানানানানানা বাজে,
নাচত যুবতী কতহি বিভঙ্গিমা করত
নেহারত নূপুর ঝানানানা ঝমঝম গাজে।
ঈষত ঈষত ঘন মৃদু হাসি হাসত
নয়ন ঢুলায়ত মদন আভাসে।
চালত পদ অতি চমক নূপুর,
কত কোটি কাম মনহি মন ঝুর।
ভঙ্গী কুটিল গতি মনহি রিঝায়ে,
বীরচন্দ্র দাস ও পদরজ চায়ে। ৩৫

দেখ রে সজনি, আজু কি নিশি,
সুগন্ধি পবন বহয়ে চৌদিশি,
ঐ যে ঠমকে, ঐ যে চমকে, সৌদামিনীর হাসি,
— দেখ রে ইত্যাদি।
হেরি পিককুল, হইয়ে আকুল, বোলে
মধুর মধুর স্বরে,
ঐ শুন, শুন প্রাণের সখি-
নবীন তরুর নবীন শাখায়,
নবীন পাপিয়া বসি তথা গায়,
বীরচন্দ্র কয়, এ হেন সময়,
বধিবে রসিক জনারে শশী। ৩৬

রে সখি বরখা আই,
বরখত রিমি ঝিমি জগ-সুখ দাই।

গরজত মধুর শ্রবণ সুখ দাই,
ঐছন বহত সমীর শোহাই।
বোলত চাতক দাদুর মৌরা,
পিউ পিউ রটতহুঁ হংস চকোরা।
বিবিধ রঙ্গ খগগণ বহু জাতি,
শোভিত চৌদিশি অগণিত ভাতি।
যমুনা পুলিন রস অবগাই,
বৃন্দাবন ঘন পরম শোহাই।
কোকিল কুহু কুহু রটত ফুকারি,
রাধা নাম রটত বনোওয়ারী।
ঐছন সুখময় শাঙন মাহ,
ঝুলত প্যারী সঙ্গ সুনাহ।
ঝুলন মঙ্গল জয় জয় বাণী,
বীরচন্দ্র ইহ গায়ে বাখানি। ৩৭

ঝোলত নওল কিশোর কিশোরী,
আই শাঙণ ব্রজ যুবতীগণ
মদন বাণমে হোইয়ে ভোরি।
ধীরসমীরে যমুনা-তীবে
বনিহো তা'পর ফুল ফুলেরি,
বহত সুগন্ধ মধুর মধুরানিল,
ঝঙ্কক তছুপর ভ্রমরা ভ্রমরী।
মেহা বরখত দামিনী ললকত,
সুমন্দ গরজত দূর গভীর,
চৌদিশি পাপিয়া কোকিল ফুকরত,
দাদুরী যৈছে বাউরী।

কদমকি ডারে রচায়ে হিন্দোলা,
চৌদিকে সুশোভিত কুসুমক মালা,
লাল গোলাল হরিত পীত শোভিত,
ভালে বনিহো রেশম ডুরি।
বীরচন্দ্র দাস মন্‌মে করত আশ
নিরখিতে শ্যামসো গোরী। ৩৮

বিনোদ হিন্দোলে বিনোদ নাগর
বিনোদিনী সহ ঝোলে,
চারিদিকে মিলি বিনোদিনীদল
নাচয়ে বিনোদ তালে।
বিনোদ বিনোদ বাজিছে নূপুর,
ঝুনু রুণু রুণু নাদে,
মুরজ মুরুলী বীণা মুরচঙ্গ,
বাইছে প্রমোদ মদে।
তা কৃতি তা কৃতি কৃতি থৈ থৈ
মধুর মুরজ বোলে,
মন্থর গতি পদকি চাল,
সঘন মঞ্জীর রোলে।
গাইছে কিশোরী মুরলীর সহ
মিশায়ে মধুর স্বর,
মুরলী থুইয়া চিবুক ধরিয়া
চুম্বয়ে নাগরবর।
কমলে মধুপ যৈছন শোভত,
দুহুঁ মুখ শোভা তায়,

পরাণ ভরিয়া দাস বীরচন্দ্র

ও রস মাধুরী গায়। ৩৯

সুখময় শাঙণী রাতি,

পাপিয়া দাদুরী বোলত মাতি।

ঘন ঘন রিমি ঝিমি বরখত মেহা,

যুবতীচিত না বাঁধই থেহা।

রহি রহি চাঁদ প্রকাশত ভাতি,

রহি রহি ঝাঁপত নব ঘন পাঁতি।

চৌদিশি ঝিঞ্জিরী ঝিনি ঝিনি রোলে,

ললিত লতা 'পর কোকিল বোলে।

যমুনা বহতহি কলকল নাদে,

নাচত শিখিকুল কতহি সু-ছাঁদে।

অম্বরে ডম্বরু চলু নব মেহা,

চমকত দামিনী কাঁপয়ে দেহা।

চৌদিকে দামিনী দহন-বিথার,

হেরইতে উচকই লোচন-তার।

ঐছন সুখময় যমুনা-তীরে,

ঝোলত দুহুঁ জন কুসুম হিঁদোরে।

সবহুঁ সখীগণ হিন্দোল বেড়ি,

নাচত গাওত দেই করতারি।

দুহুঁ খেলত মন আনন্দ ভেল,

কত রস রঙ্গ করত সখীমেল।

রসনা-রোচন শ্রবণ-বিলাস,

কহই রুচির পদ বীরচন্দ্র দাস। ৪০

সখি রে, সুখময় শাঙণ মাসে,

রসিক রসবতী ঝুলত দুহুঁ মেলি

গাওয়ে সখীগণ হরষে।

রজনী দশদিশি আধ মলিনিম,

গগনে বারিদ ঝম্পিয়া,

দমকে দামিনী চমকি কামিনী

লিপটি নাথকি অঙ্গিয়া।

সঘনে দাদুরী করত কলকল,

ময়ূর নাচত রঙ্গমে,

করহি সন্ সন্ বহত সমীরণ,

মেঘ বিন্দু কি সঙ্গমে।

বরিখে ঝর ঝর তরল জলধর,

গরজে গম্ভীর মাঁদিয়া,

মন্দ মনসিজ মনহি দহ দহ

দহই বিরহিক ছাঁতিয়া।

এ হেন সুখময় মাহ শাঙণ,

কেলি-কুঞ্জকি মাঝমে,

সবহুঁ সখীগণ করত নর্ত্তন,

গাওয়ে সুমধুর ঢঙ্গমে।

কেহুঁ কেহুঁক অঙ্গে ডারত তোড়ি

কুসুমক পাঁতিয়া,

কবহুঁ পেখব ও রস মাধুরী

অধম বীরচন্দ্র দাসিয়া। ৪১

আজ বড়ি সুশোভিত শাঙণী চাঁদনী। ধ্রু।
সৌদামিনী ঘন সনে হেরি নাচে শিখিগণে
মাঝে মাঝে ঘন গরজনি,
পিপাসী চাতকীচিত প্রমোদিত পুলকিত,
গায় সুখে হেরি কাদম্বিনী।
চারদিকে সারি সারি তরুলতা মনোহারী,
দুলিতেছে মারুত চালনে,
তাহে বিকসিত ফুল ফুল বেড়ি অলিকুল
ঝঙ্কারয়ে আনন্দে সঘনে।
বিহঙ্গমগণে মেলি কুতূহলে করে কেলি,
মনোহর নিকুঞ্জকি মাঝে,
দাদুর দাদুরীগণ কলকল নাদে ঘন,
ঝিঞ্জিরী ঝিনি ঝিনি গাজে।
মন্দ মন্দ সমীরণ হরিলে হরিলে মন,
প্রাণসখি, হরিলে রে মন,
বীরচন্দ্র ইহ গায়ে সুখ-বরষা সময়ে
বিরহিণী জীবন মরণ।৪২

তিমির ঘোমটা খুলি, হেরে চাঁদ মুখ তুলি,
শোভে নিশি তারা-ভূষা গায়,
খণে খণে মেঘ আসি, আবরে চাঁদনী রাশি,
যেন মৃদু মৃদু হাসি তায় ;
নানা জাতি ফুল দলে, বিকচ কুমুদকুলে,
গাঁথি হার পরিয়াছে যেন,
নব অনুরাগ ভরে, শ্যাম দরশন তরে,

আজি নিশি পাগলিনী হেন ;
নব রসে রসরাজ ঝুলিছে নিকুঞ্জ মাঝ,
রসবতী সঙ্গেতে লইয়ে,
সখীগণ সঙ্গে নিশি, রাধিকা শ্যাম-দরশি,
অনুরাগ কটাক্ষ মিশায়ে ,
ভাগ্যবতীহে রজনি, শ্যাম বামে কমলিনী
হেরিয়া পূরিল তব আশ,
দুহুঁ রস-খেলন, পাইবে কি দরশন,
অভাগিয়া বীরচন্দ্র দাস। ৪৩
"মনের হরষে" মন্দ ঝুলাওত
ললিতা বিশাখা সুখে,
পাঞা অবকাশ বেগ অবসরে
তাম্বুল দেই দুহুঁ মুখে।
অন্য সখীগণ কস্তরী কুঙ্কুম
ফুল লঞা করে করে,
রাইকানু অঙ্গে করু বরিষণ
মনের আনন্দ ভরে।

"মনের হরষে" এই পদটি "সুখে" "মুখে" "করে" ইত্যাদি শেষ চরণের পরে ধুঞার ন্যায় গান করা যায়।

কেহুঁ কেহুঁ গায় কেহুঁ কেহুঁ নাচে,
মোহন মৃদঙ্গ বায়,
নানাবিধ যন্ত্রে রাগ তান কত
আলাপে মধুর তায়।
আকাশে বিহ্বল দেব দেবীগণ

ঊর্দ্ধ-পথে দেখি রহে,
পুষ্প-বরিষণ করে অনুখণ
দাস বীরচন্দ্র কহে। ৪৪

থামাইয়া দোলা রাধা শ্যাম দুহুঁ,
শ্রমজলে ভাসি যায়,
শ্রীরতিমঞ্জরী শ্রান্তি দূর করে
মৃদুল চামর বায়।
ললিতাদি সখী নিছি নামাইল
কুসুম আসনে রাই,
রাই বামে করি বসিল না[illegible]
সুখের অবধি নাই।
শ্রীরূপমঞ্জরী সেবায় মগন
যে যেমন ভাল জানে,
কেহুঁ আনে জল বাসিত শীতল,
উপহার কেহুঁ আনে।
কর্পূর বাসিত সুরস তাম্বুল
বিশাখা দিল যে মুখে,
সখীর ইঙ্গিতে দাস বীরচন্দ্র
পদ-সেবা করে সুখে। ৪৫

থামাইয়ে দোলা ঘেরিয়ে ধরিল,
সখীগণ মৃদু হাসে,
হাসিয়া নামিল রসিক শেখর,
শ্রম-জলে তনু ভাসে।
এলো থেলো বেণী কবরী কাঁচলী,

মোহন ফুলের সাজ,
নামিল হাসিয়া রসবতী রাই,
ভর করি রসরাজ।
বসিল দু-জনে কুসুমের শেজে,
শীতল মলয় বায়,
সখীর ইঙ্গিতে মুছায় আদরে
রাইমুখ শ্যাম রায়।
সুশীতল জলে চরণ পাখালি,
কোন সখী পান দিল,
রাইমুখে শ্যাম, শ্যামমুখে রাই,
পান দিয়ে প্রাণ নিল।
সুবাসে বাসিত সুখের নিকুঞ্জ,
গুঞ্জরে মধুপ তায়,
শ্যাম রাইপানে তৃষিত নয়নে,
রাই শ্যামপানে চায়।
বুঝিল চতুরা বিশাখা ললিতা
বলিল মুচকি হাসি,
শ্যাম-সিন্ধু মাঝে রেখে এ রতন
আসি বঁধু তবে আসি।
রেখো বুকে বুকে যক্ষের যতনে
মোদের এ ধন রাই,
কা'ল এসে বধুঁ, দেখো দেখো যেন,
খুঁজে এ রতন পাই।
দারিদ-মাণিক পাইল নাগর,
বসিল ঘেসিঁয়া কাছে,
হাসি সখীগণ ত্বরা পালাইল,
বীরচন্দ্র সব পাছে। ৪৬

প্রার্থনা।

আমি, কবে বা হেরিব, হেরি জুড়াইব,
শ্যামবামে শ্যাম-মোহিনী,
ঝুলন-আনন্দে নাচে চারিদিকে
যত সখী বন-শোহিনী।
মরি, পঞ্চম-রাগ করিয়া সঞ্চার,
গায় সবে মন-মোহিয়া,
জলদ-গম্ভীর বাজিছে মৃদঙ্গ,
করতল তালে মিশিয়া।
আমি, কবে বা শুনিব, শুনিয়া গলিব,
ও পদে বিকার গলিয়া,
ঝাঁঝর পাঁজরে পরাণ আসিবে,
গাইব আপনা ভুলিয়া।
আমি, রসের চাহনি, রসের হাসনি,
রসের কিশোরা কিশোরী,
রসের নিকুঞ্জে কবে বা হেরিব,
বিষয়-জঞ্জাল পাসরি।
আমি, জীয়ন্তে ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরিনু,
বিষয়ে-বিষেতে পূরিয়া,
বীরচন্দ্র ভাগ্যে ঘটিবে কি কভু
ইহ লীলা-রস-অমিয়া।৪৭

জয় জয় রাধারমণ গোপীজন-বল্লভ
বংশিধর-বর কান,
জয় জয় শ্যাম-সোহাগিনি রাই বিনোদিনি,

কটাক্ষে প্রেম-পঞ্চবাণ।
জয় ললিতা সখি বিশাখা বিধুমুখি,
মঞ্জুরীগণ আদি সঙ্গে,
জয় যমুনাতীর যাহে ধীরসমীর,
জয় দুহুঁ কেলি-প্রসঙ্গে।
জয় জয় দুর্ল্লভ ইহ রস-মাধুরী,
পিবইতে রসিক উল্লাস,
বীরচন্দ্র দাস আশ আজু পুরল,
হেরি ইহ যুগল বিলাস। ৪৮

জয়তি জয় রে-
শ্যাম-মোহিনি, শ্যাম-শোহিনি,
শ্যামভাবিনি রাধিকে,
শ্যাম-কাজর, শ্যাম-অম্বর,
শ্যাম-হৃদয়-মালিকে।
জয়তি জয় রে-
শ্যাম যাকর সাধা বাওত
রাধা নামহি বাঁশরী,
লোচন মন রাইক ওর
হেলনতর কিশোরী।
জয়তি জয় রে-
যুগল প্রেম হেমমাণিক,
যোড়ন সুখ-রঙ্গিনী,
বিশাখা ললিতা মঞ্জুরীগণ
আর যতহুঁ সঙ্গিনী।

জয়তি জয় রে-

কুঞ্জ-কুটীর যমুনা-তীর

রটত বীরচাঁদ রে,

আনন ভরি মানস পূরি,

-টুটত ভব-ফাঁদ বে।৪৯

শেষ প্রার্থনা।

ত্রিপুরা ১২৯৩ সনে আগরতলায় লিখিত।

অহে রাধাশ্যাম,

আজি কি সুখের দিন ঝুলন-মঙ্গল হে,

ভাবমাখা সরস চাহনি,

যুগল অধরে হাসি শ্রীঅঙ্গে পুলক নাথ,

মন সহ ঝুলন দোলনি।

রাধাশ্যাম,

আগে এ সুখের দিনে অভাগিয়া কত হে,

পূজিয়াছি ওই রাঙা পায়,

দু-নয়নে সুখ-ধারা বহিত হিলোলে নাথ,

প্রেম- ঢেউ খেলিত হিয়ায়।

রাধাশ্যাম,

বিধাতা ব্যাধের মত আসি চুপি চুপি হে,

সাতনলা বাড়ায়ে বাড়ায়ে,

দারুণ সন্ধান তার শূন্য সব দিক নাথ,

এবে একা আঁধারে দাঁড়ায়ে।

রাধাশ্যাম,

বাসনা-বাঁশরী তানে বিধি নিরদয় হে,

পরাণ-কুরঙ্গে ভুলাইল,

আনি বিষয়ের দেশে পুন বেড়াজালে নাথ,

ঘেরি বাণ মরমে হানিল।

রাধাশ্যাম,

পাঁজরে বিষের জ্বালা হিয়ায় অনল হে,

ঝলকি ঝলকি উঠে জ্বলে,

উঠিতে পড়িয়া যাই পায়ে মোর বাঁধা নাথ,

বিষয়ের পাষাণ শিকলে।

রাধাশ্যাম,

কাটি এ করম-ডোর-বজরের বাঁধ হে,

বীরচন্দ্র দাসে রাখ পায়,

যে ক'দিন বাঁচি আর শ্রীবৃন্দাবিপিনে নাথ,

থাকি যেন যুগল সেবায়। ৫০

শ্রীবীরচন্দ্র দেব বর্ম্মা।

সমাপ্ত।